গাংনীর করমদিতে ইসলামী ব্যাংক এর এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়নের করমদি বাজারে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে।

রোববার বেলা ১১ টার দিকে একযোগে জুম কনফারেন্সের মাধ্যমে সারাদেশে মোট ৮৪টি শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় করমদি বাজারে সপ্তম ইউনিট পর্যায়ে ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মোশাররফ হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ও সিইও মাহবুব উল আলম।

তিনি জুম অ্যাপের মাধ্যমে একযোগে ৮৪টি এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার উদ্বোধন করেন।

এ সময় করমদি এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর আলম, এজেন্ট প্রতিনিধি ফিরোজ জাহাঙ্গীর, সাবেক তেঁতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান রেজাউল হক, জেলা পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ আলীসহ এলাকার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত

মুজিবনগরে র্যালী, লিফলেট বিতরণ ও আলোচনা সভার মধ্যে দিয়ে প্রথমবারের মত পালিত হয়েছে পর্যটন দিবস।

আজ রবিবার সকাল এগারোটার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ দিবস পালিত হয়।

মুজিবনগর অনন্যা পার্কের সহযোগীতায় র্যালীটি উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গন থেকে শুরু হয়ে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় পরিষদ চত্বরে এসে শেষ হয়।

এ সময় রাস্তায় চলাচলকারী জনগণের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

র্যালীতে নেতৃত্ব প্রদান করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার।

এ সময় সমাজসেবা অফিসার আব্দুর রব, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বেলায়েত হোসেন, সিনিয়র উপজেলা মৎস কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর পর্যটন মোটেলের ইউনিট ব্যাবস্থাপক ফিরোজ আহম্মেদ, মুজিবনগর অনন্যা পার্কের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান লাল্টু উপস্থিত ছিলেন।

র্যালী শেষে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে সীমিত আকারে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে গণধর্ষণ: বড়ভাইদের ছত্রছায়ায় অপরাধ জগতে পা রাখে রনি

সিলেটের প্রাচীনতম বিদ্যাপিঠ এমসি কলেজে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে গণধর্ষণের ঘটনায় ইতোমধ্যে ৬ জন চিহ্নিত হয়েছেন। তারা সকলেই ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এই ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাথে জড়িত হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জের শাহ্ জাহাঙ্গীরের ছেলে শাহ্ মাহবুবুর রহমান রনি। এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনার কারণে রনি ও তার পরিবারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছেন এলাকার লোকজনসহ জেলাবাসী। পাশাপাশি রনিকে ধরিয়ে দিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে প্রচার-প্রচারণা করছেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সাধারণ মানুষ।

অনুসন্ধ্যানে জানা যায়, শাহ্ মাহবুবুর রহমান রনি শায়েস্তাগঞ্জ

থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করে এমসি কলেজে স্নাতকোত্তর অধ্যায়নরত। পড়ালেখায় মেধাবী রনি ছোটবেলায় অনেকটা শান্ত স্বভাবের ছিল। তবে কলেজে উঠার সাথে সাথে তার স্বভাব-চরিত্রে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। বিভিন্ন ধরনের নেশা, বখেটেপনা, মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী। তবে এলাকায় থাকাকালীন রাজনীতিতে সে ততটা সক্রিয় ছিল না।

সিলেট যাওয়ার পর বড়ভাইদের ছত্র-ছায়ায় সেই রনি হয়ে উঠেন বেপরোয়া। ছাত্রলীগের সাথে সক্রিয় হওয়ার পাশাপাশি গণধর্ষণ মামলার প্রধান আসামি এম সাইফুর রহমানের নেতৃত্বে গড়ে তুলেছে একটি ‘গ্যাং’। যে ‘গ্যাং’য়ের অন্যতম সদস্য শায়েস্তাগঞ্জের এই বখাটে রনি। এই ‘গ্যাং’টি ছিল এমসি কলেজ এলাকার আতঙ্ক। এমসি কলেজের ছাত্রাবাস ভাঙচুর ও পোড়ানোর সাথেও এই ‘গ্যাং’টি জড়িত ছিল বলে জানান শিক্ষার্থীরা। পাশাপাশি ব্যবসায়িদের কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা তুলতেন তারা। অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন সাংবাদিকদের হত্যার হুমকি দেয়ারও।

যারা এমসি কলেজ ক্যাম্পাসে গিয়েছেন তারা জানেন, বিকেলে ক্যাম্পাসের অন্যতম আতঙ্ক ‘ছিনতাই’। এমসি কলেজের ক্যাম্পাসটি অত্যান্ত দৃষ্টিনন্দন হওয়ায় সেখানে প্রতিদিন বিকেলে অনেক মানুষ ঘুরতে যান। সেই পর্যটকদের টাকা, মোবাইল, মোটরসাইকেল, দামি হাতঘড়ি, নারীদের সোনা-গহনা ছিনতাইয়ের মূল চক্র ছিল ‘সাইফুর গ্যাং’। যার অন্যতম সহযোগী ছিলো রনি।

এলাকাবাসীর দাবি, রনির উপর ভর করে তার পরিবার ‘আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ’ হয়েছে। সিলেটে চাঁদাবাজি-ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপকর্ম করে প্রতি মাসে মোটা অংকের টাকা বাড়িতে পাঠাত রনি। এলাকায় আসলে নিজেকে অনেক বড় ছাত্রলীগ নেতা দাবি করত সে। এলাকার বখাটেদের নিয়ে বেপরোয়া চলাফেরা ও রাতে নেশার আড্ডা বসাতো। কোমরে অস্ত্র নিয়ে চলাফেরাই ছিল তার ‘লাইফস্টাইল’।

এদিকে, এমন ন্যাক্কারজন ঘটনার সাথে হবিগঞ্জের রনি জড়িত থাকায় লজ্জিত হয়েছেন জেলাবাসী। রনি ও তার পরিবারের প্রতি ঘৃণা ও নিন্দার ঝড় উঠেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে। পাশাপাশি রনিকে ‘কুলাঙ্গার’ উপাধি দিয়ে ধরিয়ে দিতে ফেসবুকে তার ছবিসহ স্ট্যাটাস দিচ্ছেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সাধারণ মানুষ। নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছেন এলাকাবাসীও।

তবে রহস্যজনক কারণে রনির পক্ষে ‘সাফাই’ গাইলেন স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. আব্দুল গফফুর। তিনি বলেন, রনির বাবার সাথে আমার ভালো সম্পর্ক। বলতে গেলে আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে। আমার জানামতে, রনি ভালো ছেলে। সে অনেক মেধাবী এবং শান্ত স্বভাবের ছিল। সিলেটের ঘটনাটি শুনে আমি অবাক হয়েছি। সে এমন কাজ করতে পারে না।’

এলাকার যুবসমাজের দাবি, রনি এলাকায় আসলে বখাটের উৎপাত বৃদ্ধি পেয়ে যেত। ছাত্রলীগের ক্ষমতা দেখিয়ে সে নেশার আড্ডা বসানোসহ বিভিন্ন অপকর্ম চালাতো। কেউ তার অপকর্মের প্রতিবাদ করলে অস্ত্র দিয়ে হুমকি দিত সে। এছাড়া তার ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলার সাহস পেত না।

অন্যদিকে, এমসি কলেজের গণধর্ষণের ঘটনা নিয়ে সারাদেশ এখন তোলপাড়। দেশের মূল আলোচ্য বিষয় এখন এই ঘটনাটি। বিভিন্ন স্থানে পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতারে অভিযান চালালেও নিরব রয়েছে শায়েস্তাগঞ্জ থানা পুলিশ। ঘটনার পর ২৪ ঘণ্টা অতিক্রম হলেও এখন পর্যন্ত রনিকে গ্রেফতার বা তার সম্পর্কে কোন খোঁজ-খবর নিতে তার বাড়ি বাগুনিপাড়ায় যায়নি পুলিশ।

এ ব্যাপারে শায়েস্তাগঞ্জ থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি তদন্ত) মো. আল-মামুন বলেন- এখন পর্যন্ত সিলেট থেকে আমাদের কাছে কোন কাগজপত্র আসেনি। তবে যেহেতু এটি জাতীয় ইস্যু সেহেতু আমরা বিষয়টি নিয়ে কাজ করব। তাকে গ্রেফতার করতে অভিযান চালানো হবে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার বিকেলে ২০ বছরের এক তরুণী তার স্বামীকে নিয়ে সিলেটের এমসি কলেজের ক্যাম্পাসে ঘুরতে যায়। এ সময় রাত সাড়ে ৮টার দিকে কয়েকজন বখাটে তার স্বামীকে ও তরুণীকে জোরপূর্বক কলেজ ছাত্রাবাসে তোলে নিয়ে যায়। পরে স্বামীকে একটি রুমে আটকিয়ে রেখে অপর রুমে ৫/৬ জন মিলে ওই তরুণীকে ধর্ষণ করে। রাত ১০টার দিকে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদেরকে উদ্ধার করে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই তরুণীকে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওসিসি সেন্টারে ভর্তি করেন। শুক্রবার রাতে ছাত্রলীগ ক্যাডার এম. সাইফুর রহমানের এমসি কলেজের ছাত্রাবাসের রুমে অভিযান চালিয়ে ১টি আগ্নেয়াস্ত্র, ৪টি রামদা, ১টি ছোরা ও জিআই পাইপ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় শনিবার সকালে শাহ্ পরান থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এছাড়া

বিষয়টি তদন্তে তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৭ কার্যদিবসের মধ্যে এই কমিটিকে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগে ছাত্রাবাসের দুই নিরাপত্তা কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে গণধর্ষণ; সাইফুরের পর এবার অর্জুন লস্কর গ্রেফতার

এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে স্বামীকে বেঁধে স্ত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় অন্যতম আসামি ছাত্রলীগ ক্যাডার এম. সাইফুর রহমানের পর পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে একই মামলার আসামি ধর্ষক অর্জুন লস্কর। রবিবার ভোর ৬টার দিকে হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলার মদনহাটা নামক এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে সিলেট জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

এর আগে রবিবার সকালে ছাতক খেয়াঘাট এলাকা থেকে ছাতক থানা পুলিশ গ্রেফতার করে মামলার প্রধান আসামি সাইফুর রহমানকে। সাইফুরের বাড়ি বালাগঞ্জ ও অর্জুনের বাড়ি জকিগঞ্জে।

সূত্র জানায়, ধর্ষণের ঘটনার পর অর্জুন পালিয়ে যায় হবিগঞ্জের মাধবপুর। সেখানে মদনহাটা এলাকায় তার এক আত্মীয়ের বাড়িতে অবস্থা নিয়েছিল সে। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্জুনের অবস্থান সনাক্ত করে রবিবার সকালে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ।

শুক্রবার রাতে এমসি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে নববিবাহিত এক দম্পতিকে তুলে নেয় ছাত্রলীগ ক্যাডার এম. সাইফুর রহমান, শাহ মাহবুবুর রহমান রণিসহ কয়েকজন। পার্শ্ববর্তী ছাত্রাবাসে নিয়ে স্বামীকে বেঁধে স্ত্রীকে গণধর্ষণ করে তারা। পরে পুলিশ গিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে উদ্ধার করে। গুরুতর আহতাবস্থায় স্ত্রীকে ওসমানী মেডিকেল কলেজ

হাসপাতালের ওসিসিতে ভর্তি করা হয়।

এ ঘটনায় ধর্ষিতার স্বামী বাদী হয়ে ছাত্রলীগের ৬ ক্যাডারের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত আরও ৩ জনকে আসামি করে সিলেট মহানগরীর শাহপরাণ থানায় মামলা দায়ের করেন। এছাড়া ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে এমসি কলেজ ছাত্রাবাসের সাইফুর রহমানের রুম থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্রসহ ধারালো ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় থানায় অস্ত্র আইনেও একটি মামলা হয়।

গণধর্ষণের ঘটনার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আসামি ধরতে মাঠে নামলেও তারা ছিল অধরা। শেষ পর্যন্ত সুনামগঞ্জের ছাতক থেকে ধরা পড়ে মামলার প্রধান আসামি সাইফুর রহমান।

মামলার অন্য আসামীরা হলো শাহ মাহবুবুর রহমান রনি, তারেক আহমদ, অর্জুন লঙ্কর, রবিউল ইসলাম ও মাহফুজুর রহমান। এরা সবাই ছাত্রলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নির্বাচনে সম্পাদক পদে এবার লড়বেন কামাল

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির অসন্ন নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে এবার লড়বেন সব মহলের অতি জনপ্রিয় ব্যক্তি কামাল হোসেন। কামাল হোসেন আলমডাঙ্গার ফিড ব্যবসায়ী জগতের অন্যতম পরিচিত নাম ‘কে বিজনেস’ এর স্বত্তাধিকারী। নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতোমধ্যে বণিক সমিতির ভোটারদের মাঝে কামালকে নিয়ে বেশ সোরগোল উঠেছে। সোরগোল উঠেছে আলমডাঙ্গার সব মহলেও।

বণিক সমিতির নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো থেকে জানা গেছে, সর্ববৃহৎ আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নির্বাচনে নির্দিষ্ট ব্যবসায়ীরা ভোটার হলেও সচেতন সব মহলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশ গ্রহণ থাকে

এতে। নির্বাচন যত এগিয়ে আসে মানুষের দৌড়ঝাপ ততটাই বেড়ে যায়। অনেকেই অন্তরালে বসে কলকাঠি নাড়িয়ে এই নির্বাচনকে প্রভাবিত করারও চেষ্টা করেন। তবে ব্যবসায়ী ভোটাররা চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাদের নেতা নির্বাচিত করেন।

নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে, ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর বণিক সমিতির বৃহৎ এই নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচনেচ্ছুক কামাল হোসেন সবার নজর কাড়তে পেরেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এই পদের জন্য কামাল হোসেন পুরোপুরি উপযুক্ত। তিনি নির্বাচিত হলে বণিক সমিতিকে আরো স্বচ্ছতার সাথে ব্যবসায়ীবান্ধব করে তুলতে পারবেন।
কামাল হোসেন জানান, নির্বাচনে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করার পর সব মহল থেকেই তিনি ভোটারদের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন। সবাই সাক্ষাৎ করে ও মোবাইলে কল করে খুব উৎসাহ দিচ্ছেন।

তিনি জানান, আমি নির্বাচিত হলে বণিক সমিতিকে আধুনিকায়ন ও ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজগুলো দেখবো। আমি আলমডাঙ্গার ব্যবসায়ীদের সব ধরনের বিপদ-আপদে পাশে থাকবো।

গাংনীর তেতুলবাড়িয়া মাঠ থেকে কৃষকের মরদেহ উদ্ধার

গাংনীর হিন্দা তেতুলবাড়িয়া মধ্যবর্তী মাঠ থেকে লিটন (৩৮) নামের এক কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার রাত ১০ টার দিকে কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

লিটন গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া গ্রামের শিলাল পাড়ার গোলাম মস্তফার ছেলে।

স্থানীয় এবং পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, লিটন শনিবার বিকালে বাড়ি থেকে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে বের হন। রাত হলেও বাড়ি ফিরে না যাওয়ায় পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজা খুঁজি করেন। অবশেষে মাঠে লিটনের

মরদেহ দেখে পুলিশকে খবর দেয়।

খবর পেয়ে গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) সহ থানা পুলিশের সদস্যরা ঘটনা স্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেন। তবে ওই সময় প্রচুর মেঘ বৃষ্টি হচ্ছিল। বজ্রপাতে লিটন কোনো এক সময় মারা গেছে বলে ধারনা পুলিশ ও স্থানীয়দের।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) সাজেদুল ইসলাম জানান, বিষয়টি আমি শুনেছি ঘটনা স্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। বজ্রপাতে নিহত হতে পারে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারনা করা হচ্ছে।

জীবননগরে বালি খেকোকে অর্ধলক্ষাধীক টাকা জরিমানা

জীবননগরে এক বালি খেকোকে অর্ধলক্ষাধীক টাকা জরিমান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল শনিবার বেলা ১২টার সময় জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম মুনিম লিংক এলাকার সাধারণ কৃষকদের অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে জীবননগর উপজেলার হাসাদহ ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে রাস্তার পাশে পুকুর খননের নামে বালি তুলে বিক্রি করার সময় হাতে একটি মাটি কাটা ভেকু মেশিন, ১০টি ট্রাক্টরসহ মাধবপুর গ্রামের আইজউদ্দিনের ছেলে শাহ আলমকে (৩০)আটক করে।

এ সময় বালি তুলে বিক্রি করার অপরাধে বালি মহল ও মাটি ব্যবস্থপনা আইনের ২০১০সালের ৪/খ ধারা মতে নগদ ৫০হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে ৩মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন । এবং বালি তোলার সময় ট্রাক্টরে নষ্ঠ হয়ে যাওয়া রাস্তা মেরামত করে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন ।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন বলেন, সাধারণ

জনগণের যাতায়াতের সমস্যা হবে এমন কোন কাজ করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না ।

মাধবপুর গ্রামে যে ঘটনা ঘটেছে এ ধরনের কোন ঘটনা যদি জীবননগর উপজেলার কোথাও হয় তা হলে আমাকে বললে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

গাংনীতে অন্যের জমিতে মসজিদ কমিটির বৃক্ষরোপণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় জোর করে আল আমিন নামের এক ব্যক্তির জমিতে বৃক্ষরোপণ করে জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় মসজিদ কমিটির উপর। গত ২৫ সেপ্টেম্বর কৃষকলীগ নেতাদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ করা হয়। গাংনী উপজেলা ধানখোলা ইউনিয়নের কচুইখালি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগী আল আমিন এ বিষয়ে বলেন, গত ২৫ সেপ্টেম্বর স্থনীয় নেতা খোকন মসজিদ কমিটির লোকজন ও কৃষকলীগ নেতাদের নিয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করে। এ সময় মসজিদের ক্রয়কৃত ৫ কাঠা জমিতে বৃক্ষরোপণ না করে রাস্তার পাশ দিয়ে লম্বা করে বেড়া দিয়ে গাছ লাগায়। এমতাবস্থায় আমি আমার জমিতে প্রবেশ করতে পারছি না।

প্রায় ১শ বছর ধরে রাস্তার পাশের ঐ জমি আমাদের দখলে ছিল। তারপরেই আমাদের জমি নামে জমি আছে। আমার ভায়ের ছেলে-মেয়ে পিয়াস ও লিমা মসজিদের কাছে আড়াআড়ি ৫ কাঠা জমি বিক্রি করে। কিন্তু সেই জমিতে গাছ না লাগিয়ে জোর করে আমার জমির সামনের অংশেও তারা গাছ লাগিয়েছে। স্থানীয় কিছু নেতার ইন্ধন থাকায় আমরা কিছু বলতে পারছিনা।

ভুক্তভোগীর ভাতিজা জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য অ্যাড. জুয়েল এ বিষয়ে বলেন, কৃষকলীগ নেতাদের দিয়ে জোর করে জমি দখল করেছে। রাস্তার পাশের জমি হওয়ায় ঐ জমি হাতিয়ে নেওয়ার জন্যই এই কাজ করেছে তারা। এর সুষ্ঠ বিচার দাব করছি।

এ বিষয়ে জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন বলেন, গত ২৫ তারিখে যে স্থানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করেছি সেটা মসজিদের জায়গা। ঐ জমির যথাযত কাগজ মসজিদ কমিটির কাছে আছে।

মেহেরপুরে স্কাউটস’র ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস’র উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার শাখা স্কাউটসের ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গণে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলমের সভাপতিত্বে উপজেলা পর্যায়ে স্কাউটস ত্রৈ-বার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এসময় ১৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

কাউন্সিলরদের মধ্যে নবগঠিত কমিটির সাধারণ সম্পাদক হলেন, বাবলু। সহ-সভাপতি উজুলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইদ্রিস আলী, জাদুখালি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমান, দরবেশপুর মাদ্রাসার সুপার শামসুল ইসলাম, শালিকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম, আলমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক কোমর উদ্দিন।

কোষাধ্যক্ষ মেহেরপুর পৌর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুলগনি, যুগ্ম সম্পাদক আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইয়াসনবী, কমিশনার রঘুনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহিদুল ইসলাম।

গ্রুপ সভাপতি আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাহাজ উদ্দিন, আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আশরাফুজ্জামান, বন্দর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু লায়েচ লাভলু, টেংরামারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহিদুল ইসলাম।

অডিটর নির্বাচিত হন গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাসেম, শহীদ সালাম বরকত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আলমগীর, গোভীপুর দাখিল মাদ্রাসা সুপার রমজান আলী।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, সহকারি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জয়নুদ্দিন, মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের ইন্সট্রাক্টর সৈয়দ ফরিদ আহমেদ প্রমুখ।

প্রোফাইল পিকচারে রাজনৈতিক ছবি রাখা যাবে না : ফেসবুক

রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছিল কয়েকদিন আগেই। এরপরই কড়া সিদ্ধান্ত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ফেসবুকের। ব্যক্তিগত পেজের প্রোফাইল পিকচারে কোনও রাজনৈতিক দলের ছবি বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের মুখ ব্যবহার করা যাবে না।

সামনেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচন। তার আগেই এমন কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ফেসবুক এই নির্দেশিকা জারি করেছে তাদের কর্মীদের জন্য। ফেসবুকের কোনও কর্মী রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা করার জন্য এই প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করতে পারবে না বলে জানানো হয়েছে। এছাড়াও বিতর্কিত কোনও ইস্যু যেমন- ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারের মতো কোনও ঘটনাকে সামনে রেখে প্রোফাইল পিকচার তৈরি করা যাবে না বলে জানানো হয়েছে।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের এক প্রতিবেদন বলছে, ফেসবুকের কোনও কর্মী কোনও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বা কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেন, তা প্রকাশ করা যাবে না। নিরপেক্ষ থাকাই লক্ষ্য ফেসবুকের। ফেসবুকের মুখপাত্র জো ওসবোর্ণ এক বিবৃতি প্রকাশ করে জানান একথা।

গত সপ্তাহেই ফেসবুকের সিইও মার্ক জুকারবার্গ জানান, সব ধরণের বিতর্ক এড়াতে ফেসবুক বিশেষ কিছু উদ্যোগ নিচ্ছে। খুব দ্রুত

এগুলি কার্যকর করা হবে। কর্মক্ষেত্রে সঠিক পরিবেশ বজায় রাখতে ফেসবুকের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী প্রমাণিত হবে বলেই আশা। তবে বিশেষ ফ্রেম ব্যবহার করা যেতে পারে, যা রাজনৈতিক দল বা কোনও ইস্যুকে সামনে তুলে ধরে।

উল্লেখ্য এমনিতেই ফেসবুকে বিগত কিছুদিন ধরে একাধিক বদল আনা হয়েছে। পাশাপাশি আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে কোনরকম পোস্ট করার ক্ষেত্রে। তবে জানা গেছে আগামী পয়লা অক্টোবর থেকে বদলাচ্ছে নিয়ম। যদিও কিছুদিন ধরেই ফেসবুকের একাধিক গ্রাহক জানিয়েছিলেন বেশ কিছু নোটিফিকেশন পাচ্ছিলেন। যা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু জানানো হয়েছে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগের কোন কারণ নেই।

ফেসবুক প্রধান মার্ক জুকেরবার্গ জানিয়ে ছিলেন আগামী ১ অক্টোবর থেকে কোন ইউজারের পোস্ট যদি ফেসবুক নিয়মের বিরুদ্ধে যায় সে ক্ষেত্রে ফেসবুকের তরফে সংশ্লিষ্ট পোস্টের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। সেই পোস্ট ব্লক করা হতে পারে অথবা সেই পোস্ট মুছে দেওয়া হতে পারে। গ্রাহকদের কাছে ফেসবুকের আকর্ষণ ধরে রাখার জন্য তাদের তরফে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আনা হয়েছে একাধিক ফিচার। এবার আপডেট করা হল ফেসবুকের নিয়মাবলী।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন